ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ
সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৫৬ ● কলকাতা ● ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১০ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

তৃণমূলের জেলা সংগঠনে ফের রদবদল, দল বদলেই বড় দায়িত্বে শংকর মালাকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূলের জেলা সংগঠনে ফের রদবদল। বারাসত সাংগাঠনিক জেলার চেয়ার পার্সন এবং সভাপতির নাম ঘোষণা করা হল। পাশাপাশি নাম ঘোষিত হল রাজ্য মাদার কমিটির নয়া সহ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের। দলবদল করেই তৃণমূলে বড় পদ পেলেন প্রাক্তন কংগ্রেসি শংকর মালাকারও।প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে তৃণমূলের দুই জেলার সংগঠনে রদবদল ঘটিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। এর মধ্যে ছিল

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

তৃণমূলে বড় পদ পীরজাদা কাশেমকে

ফুরফুরা শরিফের সঙ্গে তৃণমূলের রসায়নে কি নতুন তাস পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকী? গত কয়েকমাস ধরেই এই নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। সেই জল্পনায় কার্যত সিলমোহর দিল রাজ্যের শাসকদল। ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা কাশেম সিদ্দিকীকে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক করা হল। এদিন ঘাসফুল শিবির প্রেস বিবৃতিতে একথা জানিয়েছে।এদিকে, কংগ্রেস ছেড়ে সদ্য তৃণমূলে আসা শঙ্কর মালাকারকে শাসকদল তাদের রাজ্য সংগঠনের সহ সভাপতি করেছে। আবার তৃণমূলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন করা হল সব্যসাচী দত্তকে। আর শাসকদলের এই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করা হয়েছে সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারকে। একইসঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে আসা শঙ্কর মালাকারকে দলের রাজ্য সংগঠনের সহসভাপতি ঘোষণা করা হল।

ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী এখন ভাঙড়ের বিধায়ক। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে

এরপর ৩ পাতায়

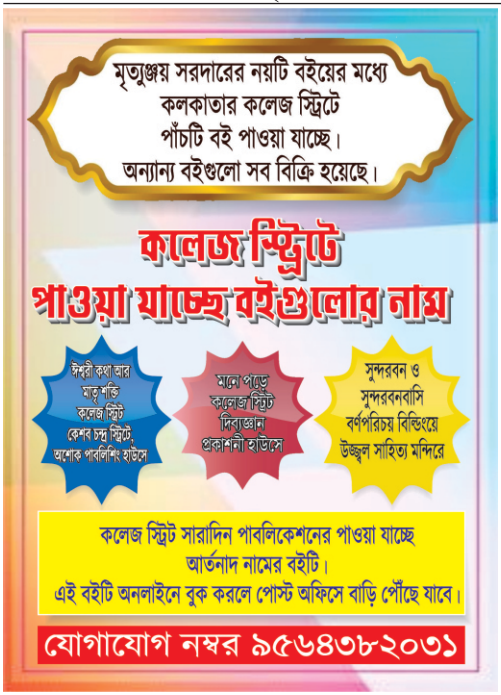

মাহিষ্য জনগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার দাবীতে মহিষাদলে পথসভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর সমাজের সমীক্ষা নতুন করে শুরু হয়েছে। মণ্ডল কমিশন মাহিষ্য জনগোষ্ঠীকে ওবিসি হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও পশ্চিম বঙ্গে কোন অজ্ঞাত কারণে হিন্দু অনগ্রসর তালিকায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে গেছে এই মাহিষ্য সম্প্রদায়। দীর্ঘ বঞ্চনার পর "মাহিষ্য" জনগোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার দাবীতে জেলায় জেলায় আন্দোলন দানা বাঁধছে। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল বাজারে এই দাবীর সমর্থনে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় মাহিষ্য উন্নয়ন পরিষদ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় বক্তারা সকলেই অবিলম্বে মাহিষ্য জনগোষ্ঠীকে ওবিসি স্ট্যাটাস দেওয়ার দাবি তোলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী পুলককান্তি গুড়িয়া সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে, মাহিষ্য সমাজ ওবিসি তালিকাভুক্ত না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে কমবেশি ৩.৫ কোটি বা ৩৫% ভোটারের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে। আহ্বায়ক তুষার কান্তি জানা কটাক্ষ করে বলেন যে, কৈবর্ত ও মাহিষ্য একটাই জনগোষ্ঠী সমাজের মানুষ জানলেও জানেনা শুধু সরকার ও অনগ্রসর কমিশন। আগামী দিনে এর মোকাবিলা হবে।

ডায়মন্ড হারবার চাষি কৈবর্ত সমাজের পক্ষে তাপস কুমার আদক সংরক্ষণের অভাবে কৈবর্ত মাহিষ্য জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়ার অবস্থার কথা তুলে ধরেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য উন্নয়ন পরিষদের মুখ্য উপদেষ্টা সিদ্ধানন্দ পুরকাইত সরকারি নথি সহ কৈবর্ত মাহিষ্য জনগোষ্ঠীর অতীত গৌরবময় ইতিহাস কিভাবে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর হাতে পড়ে অবহেলিত হয়ে আজকের করুণ অবস্থায় পৌঁছেছে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বেঞ্চমার্ক সার্ভের মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার আহ্বান জানান। এছাড়া আগামী শনিবার ১৪ ই জুন চণ্ডীপুরে পরবর্তী পথ সভার কথা ঘোষণা করেন।

ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ জুন , ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানি ভগবান বিরসা মুন্ডার শহিদ দিবসে তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন ভগবান বিরসা মুন্ডা আদিবাসী ভাইবোনেদের কল্যাণ ও তাদের অধিকার রক্ষায় নিজের জীবন সমর্পন করেছিলেন। তিনি বলেন, ভগবান বিরসা মুন্ডার ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেশের জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী এক্স বার্তায় বলেন:

"স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানি ভগবান বিরসা মুন্ডার শহিদ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি। ভগবান বিরসা মুন্ডা আদিবাসী ভাইবোনেদের কল্যাণ ও তাদের অধিকার রক্ষায় নিজের জীবন সমর্পন করেছিলেন। ভগবান বিরসা মুন্ডার ত্যাগ ও নিষ্ঠা সর্বদা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে।"

স্মার্ট মিটার নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের, নোটিস জারি করল বিদ্যুৎ দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

গত কয়েকদিন ধরেই স্মার্ট মিটার নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য। জোর করে বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নতুন মিটারে লাগামছাড়া বিল আসছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন অনেকে। এবার সেই স্মার্ট মিটার নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে আপাতত কোনও বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানো হল না।সূত্রের খবর, বারাসাতের চাঁপাডালি মোড়ে এই স্মার্ট মিটার নিয়ে ওঠা অভিযোগ চলে যায় খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ দফতরকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দেন বলে জানা যাচ্ছে।

প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী সবকটি রাজ্যকে স্বল্প সময় বেঁধে দিয়েছেন স্মার্ট মিটার নিয়ে বসানোর জন্য। এখন রাজ্যে এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করবে, সেটাই দেখার।

সোমবার রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের দেওয়া নোটিসে জানানো হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে একাধিক বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছিল, তবে বেশ কিছু অভিযোগ আসায় আপাতত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হচ্ছে।

স্মার্ট মিটার নিয়ে একাধিক অভিযোগ পৌঁছয় বিদ্যুৎ দফতরে। স্মার্ট মিটারের অস্বাভাবিক বিল নিয়ে সোমবারই বিদ্যুৎ দফতরে বিক্ষোভ দেখান হুগলির রবীন্দ্রনগর কালীতলার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, জোর করে ওই মিটার বসিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর তারপরই লাফিয়ে বেড়েছে বিল।

হুগলির ব্যান্ডেলের এক পরিবারও কিছুদিন আগেই একই অভিযোগ তুলেছিল। একমাসে ১২ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল আসায় অভিযোগ তুলেছিল তারাও।

পরপর এমন অভিযোগ উঠতে থাকায় গৃহস্থের বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করে দিল বিদ্যুৎ দফতর।

বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে খবর, প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্মার্ট মিটার গোটা বাংলা জুড়ে লাগানো হয়েছিল। যার মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশই লাগানো হয় গৃহস্থ বাড়িতে। বাকি ৩৫ শতাংশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বসানো হয়েছিল।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলের জেলা সংগঠনে ফের রদবদল, দল বদলেই বড় দায়িত্বে শংকর মালাকার

উত্তর কলকাতা ও বীরভূম। বীরভূমে সংগঠন চালানোর ভার সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে কোর কমিটিকে। অনুব্রত মণ্ডল-সহ ৭ সদস্যের কোর কমিটিই সব কর্মসূচি করবে, এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে। কলকাতা উত্তরেও বীরভূমের ধাঁচে তৈরি হয়েছে কোর কমিটি। তাতে রয়েছেন ৯ সদস্য। সেই সময় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, "যাঁরা যোগ্য, যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের দল পুরস্কৃত করেছে। এমনটা হয়েছে যে কেউ প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, অথচ সেই জায়গায় আমরা হেরে গিয়েছি। কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমের তো বিকল্প হয় না। তাই দল সেসব ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কাউকে জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তরে আনা হয়েছে। কাউকে নতুন পদে আনা হয়েছে।" এই রদবদল কি পারফরম্যান্সের পুরস্কার? উত্তর অজানা।গত ১৬ মে তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদল হয়েছিল।সেই সময় জেলা সভাপতি এবং জেলা চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেই তালিকায় বাদ ছিল বারাসত এবং দার্জিলিং সমতল সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের নাম। আজ, সোমবার তৃণমূলের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বারাসত সাংগাঠনিক জেলার চেয়ার পার্সন হলেন সব্যসাচী দত্ত। এর আগে এই পদে ছিলেন হাবড়ার তৃণমূল নেত্রী রত্না বিশ্বাস। জেলা সভাপতি রইলেন সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার-ই। অন্যদিকে রাজ্য সংগঠনে নয়া সহ সভাপতির পদ পেলেন শংকর মালাকার। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হলেন ফুরফুরার পীরজাদা কাসেম সিদ্দিকি। সবক'টি নিয়োগই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের উপর ভরসা রেখে গত সপ্তাহেই দল বদলেছিলেন উত্তরের দাপুটে কংগ্রেসি নেতা শংকর মালাকার। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, দার্জিলিঙ তৃণমূলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাবেন তিনি। কিন্তু আশা পূর্ণ হল না! বরং রাজ্য সংগঠনে সহ সভাপতির দায়িত্ব পেলেন তিনি। এদিকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন নওশাদ সিদ্দিকির তুতো ভাই কাসেম। ইফতারের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তারপরই থেকেই বাড়ছিল জল্পনা। এবার ফুরফুরা শরিফের পীরজাদাকে দলীয় পদ দিয়ে সেই জল্পনায় সিলমোহর দিল ঘাসফুল শিবির।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলে বড় পদ পীরজাদা কাশেমকে

তাঁর দাদা আব্বাস সিদ্দিকী ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (ISF) তৈরি করেন। বাম ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে ISF-র টিকিটে একুশের নির্বাচনে ভাঙড়ে লড়েছিলেন নওশাদ। এরপর বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের সঙ্গে ফুরফুরা শরিফের দূরত্ব বাড়ে।

গত মার্চে ফুরফুরা শরিফে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইফতারে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন না ফুরফুরার দুই পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ও নওশাদ সিদ্দিকী। অনেক পীরজাদাকেই সেদিন দেখা যায়নি। তবে মমতার পাশে দেখা গিয়েছিল কাশেমকে। পরদিন কলকাতার পার্ক সার্কাসে ইফতারে মমতার পাশে ফের তাঁকে দেখা যায়। তারপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, ফুরফুরা শরিফের সঙ্গে তৃণমূলের রসায়নে কি এবার নেতৃত্ব দেবেন কাশেম সিদ্দিকী?

নওশাদ ও আব্বাসের তুতো ভাই কাশেমও একসময় ফুরফুরাতে তৃণমূল বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেইসময় সিপিএমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা কারও নজর এড়ায়নি। ২০২১ সালে আইএসএফ গঠন হওয়ার পর থেকেই আব্বাস ও নওশাদ সিদ্দিকীকে পুরোপুরি সমর্থন করতে শুরু করেন কাশেম। এমনকি, ২০২৩ সালে নওশাদ সিদ্দিকীকে পুলিশ গ্রেফতার করার পর নিয়মিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হতেন কাশেম। সেই কাশেমকেই রমজান মাসে পরপর ২ দিন ইফতারে মমতার পাশে দেখা যায়।

তারপর থেকে জল্পনা শুরু হয়, এবার কি ফুরফুরা শরিফের সঙ্গে তৃণমূলের রসায়নে নতুন তাস হয়ে উঠবেন কাশেম? সেই জল্পনাকে এদিন আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল তৃণমূলের সিদ্ধান্ত। মার্চে মমতার পাশে কাশেমকে দেখা যাওয়ার পর ফুরফুরার পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী বলেছিলেন, নওশাদ যদি মমতার কথা না শোনেন, তাহলে ভাঙড়ে কোনও পীরজাদাকে নওশাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। তাঁর সেই বক্তব্য কি বাস্তব হয়ে দেখা দেবে? এর জন্য বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী : ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আশীর্বাদ এবং মিলিত অংশগ্রহণে বলীয়ান হয়ে ভারত সুপ্রশাসন এবং রূপান্তরের উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তরের সাক্ষী থেকেছে

নতুন দিল্লি, ০৯ জুন, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এনডিএ সরকারের আমলে গত ১১ বছরে ভারত যে উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে সেটিকে তুলে ধরেছেন।

শ্রী মোদী বলেছেন যে, ১৪০ কোটি ভারতীয়ের মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুপ্রশাসন এবং রূপান্তরের উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'-এর নীতিদ্বারা চালিত হয়ে এনডিএ সরকার দ্রুততা এবং সংবেদনশীলতার মাধ্যমে উচ্চ মাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পেরেছে। শ্রী মোদী বলেছেন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থেকে সামাজিক উন্নয়ন পর্যন্ত সরকার মানবকেন্দ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সার্বিক অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, ভারত বর্তমানে শুধুমাত্র দ্রুতবর্ধনশীল বড় অর্থনীতি নয়, জলবায়ু সংক্রান্ত এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বে একটি প্রধান কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।

শ্রী মোদী বলেছেন যে, "আমরা আমাদের মিলিত সাফল্যের জন্য গর্বিত ঠিকই তবে, আমরা এক বিকশিত ভারত গঠনের দিকেও তাকিয়ে আছি আশা, আত্মবিশ্বাস এবং নতুন সংকল্প নিয়ে"।

তিনি বলেছেন, গত ১০ বছর অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং জীবনযাপন সহজ করে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রী মোদী দেশবাসীকে নমো অ্যাপ-এর মাধ্যমে এই রূপান্তরকারী যাত্রা সম্পর্কে জানতে উৎসাহ দিয়েছেন। এতে, সরকারের সাফল্যগুলি সম্পর্কে জানা যাবে আলাপচারিতার মাধ্যমে। এর মধ্যে আছে খেলা, ক্যুইজ, সমীক্ষা এবং অন্যান্য ফরম্যাট যা জানতে সাহায্য করে, মানুষকে আকর্ষণ করে এবং উৎসাহ দেয়।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও, ইনফোগ্রাফিক্স এবং নমো অ্যাপ ও সরকারি ওয়েবসাইটে প্রাপ্তব্য নিবন্ধের মাধ্যমে ভারতের বিকাশযাত্রা সম্পর্কে জানতে মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ এই মন্তব্যগুলি পোস্ট করেছেন।

সম্পাদকীয়

রাত তখন ৩টে, সীমান্ত এলাকা ঘিরে নিল BSF

তখন ভোররাত। কর্তব্যে অবিচল রয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা। সেই সময় হঠাৎই একটি শব্দ। বিএসএফ জওয়ানদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। দ্রুত ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের কলাবাগান এলাকা ঘিরে ফেলেন তাঁরা। সেই সময় চোরাকারবারিরা বুঝে যান লুকিয়ে থেকে আর লাভ নেই। আধা সেনা ঘিরে ফেলেছে তাঁদের। প্রাণ বাঁচাতে পড়িমরি করে ছুট।জওয়ানরা তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে সন্দেহভাজনদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করেন। বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের ঘিরে ফেলেছে বুঝতে পেরে, চোরাকারবারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্ধকারে ঘন কলা বাগানের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই ঘটনার পর এলাকা জুড়ে একটি তল্লাশি অভিযান শুরু করেন জওয়ানরা। তখন চোরাকারবারীদের কোনও সন্ধান পাওয়া না গেলেও, তল্লাশির সময়, ২১,০০,০০০ বাংলাদেশি মুদ্রা, ৩৪০ বোতল ফেনসিডিল এবং ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন তাঁরা।অন্ধকারের সুযোগে পালাল তাঁরা। অভিযুক্তদের ধরতে না পারলেও, জওয়ানদের হাতে উঠে এল প্রচুর বাংলাদেশি টাকা ও নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। একই সঙ্গে উদ্ধার হল প্রচুর পরিমাণ গাঁজা।

জানা গিয়েছে, সোমবার ভোররাতে নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের ১৬১ নম্বর ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউটপোস্ট গোংরার জওয়ানরা গোপন তথ্য পান যে বেআইনি জিনিস পাচার হতে পারে। এরপর ভোর তিনটেক দিকে তাঁরা কাঁটাতারের বেড়ার কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন। যেখানে বেশ কয়েকজন চোরাকারবারী একটি কলা বাগানে লুকিয়ে ছিল।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেতাল্লিশতম পর্ব)

পদ্মমুখী, ৪৭) পদ্মনাভপ্রিয়া, ৪৮) রমা, ৪৯) পদ্মমালাধরা , ৫০) দেবী,৫১) পদ্মিনী, ৫২) পদ্মগন্ধিণী , ৫৩) পুণ্যগন্ধা, ৫৪) সুপ্রসন্না, ৫৫) শশীমুখী , ৫৬) প্রভা, ৫৭) চন্দ্রবদনা, ৫৮) চন্দ্রা , ৫৯) চন্দ্রাসহোদরী , ৬০) চতুর্ভুজা , ৬১) চন্দ্ররূপা , ৬২) ইন্দিরা, ৬৩) ইন্দুশীতলা, ৬৪) আহ্লাদিণী, ৬৫) নারায়নী , ৬৬) বৈকুণ্ঠেশ্বরি ৬৭) হরিদ্রা ৬৮) সত্যা , ৬৯) বিমলা, ৭০) বিশ্বজননী, ৭১) তুষ্টি, ৭২) দারিদ্রনাশিণী, ৭৩) ধনদা , ৭৪) শান্তা, ৭৫) শুক্লামাল্যাম্বরা , ৭৬) শ্রী, ৭৭) ভাস্করী , ৭৮) বিল্বনিলয়া , ৭৯) হরিপ্রিয়া , ৮০) যশস্বীনি , ৮১) বসুন্ধরা ,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আইসিজি উদ্বোধন করলো উপকূলীয় নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কেরালার ভিঝিনজাম বন্দরে নিবেদিতপ্রাণ জেটি

নতুন দিল্লি, ৮ জুন ২০২৫

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর (আইসিজি) মহাপরিচালক (ডিজি) পরমেশ শিবামণি, ৭ জুন, ২০২৫ তারিখে কেরালার ভিঝিনজাম বন্দরে একটি নতুন উৎসর্গীকৃত আইসিজি জেটি উদ্বোধন করেছেন। ৭৬.৭ মিটার অত্যাধুনিক এই বার্থটি আইসিজি জাহাজগুলির দ্রুত মোতায়েন এবং টার্নঅ্যারাউন্ড-এর সুবিধা দেবে, উপকূলীয় নজরদারি, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, চোরাচালান বিরোধী এবং মৎস্য সুরক্ষার জন্য মিশন প্রস্তুতি বৃদ্ধি করবে। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শিপিং লেন থেকে মাত্র ১০ নটিক্যাল মাইল দূরে এবং ভিঝিনজাম আন্তর্জাতিক ট্রান্সশিপমেন্ট ডিপওয়াটার পোর্ট সংলগ্ন কৌশলগতভাবে অবস্থিত, জেটিটি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলরেখা সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডিজি পরমেশ শিবামণি নতুন পরিষেবার কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরেন, এটিকে উপকূলীয় নিরাপত্তা স্থাপত্যকে শক্তিশালী করা এবং অঞ্চলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে আইসিজি অঞ্চল (পশ্চিম) এর কমান্ডার, ইন্সপেক্টর জেনারেল ভীষ্ম শর্মা এবং ভিঝিনজাম ইন্টারন্যাশনাল সি-পোর্ট লিমিটেড, কেরালা সরকার, কেরালা মেরিটাইম বোর্ড, রাজ্য পুলিশ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ভারতীয় সেনাবাহিনী, আদানি পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মৎস্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই প্রথা নরনারায়ণ কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিতদের মধ্যেও দেখা যেত।কামাখ্যার পূজা বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয় মতেই হয়। সাধারণত ফুল দিয়েই পূজা দেয়া হয়। মাঝে মাঝে পশুবলি হয়। স্ত্রীপশু বলি সাধারণত নিষিদ্ধ হলেও বহু পশুবলির ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় দেয়া হয়।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের অন্তর্গত সাগর দ্বীপে মৎস্যচাষের সমস্যা মোকাবিলায় কৃষক ও বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত উদ্যোগ

কলকাতা, ৮ জুন, ২০২৫

স্থায়ী কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, আইসিএআর–সিআইএফআরআই সাগর–কৃষ্ণনগর স্বামী বিবেকানন্দ যুব সাংস্কৃতিক সমাজ এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে), নিমপীঠের যৌথ উদ্যোগে, পশ্চিমবঙ্গের সাগর দ্বীপে শনিবার (৭ জুন, ২০২৫) তারিখে বিকসিত কৃষি সংকল্প অভিযান (ভিকেএসএ–২০২৫)-এর অধীন একাধিক প্রভাবশালী সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এই উদ্যোগের আওতায় ২৩টি গ্রামে বিস্তৃত চারটি মূল আলোচনামূলক অনুষ্ঠান— রুদ্রনগর, কৃষ্ণনগর, কমলপুর ও গোবিন্দপুরে— আয়োজিত হয়, যেখানে ৩০০০-রও অধিক কৃষক ও মৎস্যজীবী অংশগ্রহণ করেন। ভিকেএসএ–২০২৫-এর অন্তর্গত এই প্রচারাভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনশীল পদ্ধতির প্রসার এবং ভারতবর্ষের অন্যতম সংবেদনশীল উপকূল অঞ্চল—সুন্দরবনের—গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে অধিক স্থায়ী করে তোলা।

এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন আইসিএআর-এর উপ-মহাপরিচালক (মৎস্যবিজ্ঞান) ড. জে. কে. জেনা এবং আইসিএআর–সিআইএফআরআই-এর পরিচালক ড. বি. কে. দাস। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন একাধিক প্রবীণ বিজ্ঞানী, যাঁরা বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে স্থানীয় চাষিদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপে অংশ নেন। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, জলের মানোন্নয়ন, খাদ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের মোকাবিলা।

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় জলবায়ু সহনশীল মৎস্য ও কৃষি পদ্ধতির উপর, যা সুন্দরবন অঞ্চলের ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞানীরা অভিযোজনভিত্তিক অন্তর্জলীয় মৎস্যচর্চা, ঋতুভিত্তিক পরিকল্পনা এবং সুসংহত সম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো উদ্ভাবনী কৌশল ব্যাখ্যা করেন, যা স্থানীয় জনসমাজকে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবিলার উপযোগী করে তুলতে সহায়ক।

ড. জেনা বলেন, "আমরা এখানে শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণের জন্য আসিনি, বরং মৎস্যজীবীদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার উদ্দেশ্যেই এসেছি। তাঁদের বাস্তবজ্ঞান ভবিষ্যতের জন্য স্থানীয় অনুযোগ-উপযোগী উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি।"

এই আলোচনামূলক অধিবেশনগুলি মৎস্যজীবীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়, যেখানে তাঁরা তাঁদের স্থানীয় জ্ঞান ও বাস্তবতাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হন। এতে উভয়পক্ষে বিশ্বাস ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে যৌথ সমস্যা-সমাধানের দিকনির্দেশ তৈরি করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। তাঁর উপস্থিতি রাজ্য সরকারের উপকূলবর্তী অঞ্চলের স্থায়ী উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত করে।

সচেতনতামূলক প্রচারের অংশ হিসেবে, কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় বৈজ্ঞানিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পুস্তিকা, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই) সংক্রান্ত লিফলেট, এবং প্রাক-খরিফ চাষের পরামর্শপত্র। এই তথ্য উপকরণগুলি তাঁদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারেও মনযোগ আকর্ষণ করে।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে সকল অংশগ্রহণকারী কৃষক ও মৎস্যজীবী পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও মৎস্যচর্চা গ্রহণের শপথ গ্রহণ করেন—যা দেশের প্রাকৃতিক ভবিষ্যৎ এবং জীবিকাসুরক্ষার প্রতি সম্মিলিত অঙ্গীকারের প্রতীক।

এই কর্মসূচি, কুলতলি ও জয়গোপালপুর (বাসন্তী)-এ এর পূর্ববর্তী কার্যক্রমসহ, আইসিএআর–সিআইএফআরআই-এর বহুমাত্রিক রণনীতি স্পষ্ট করে তোলে—যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং সমাজমুখী অংশগ্রহণকে একত্রিত করে আত্মনির্ভর, জলবায়ু-সচেতন কৃষি সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্য সাধন করা হচ্ছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

চার মাসের মধ্যেই আবার সিপি বদল ব্যারাকপুরে!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আবার ব্যারাকপুরে পুলিশ কমিশনার পদে বদল। এ বার সিপি হলেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দাপ্রধান মুরলীধর। মুরলীধর এত দিন ব্যারাকপুরের ট্রেনিং সেন্টারে ছিলেন। গত বছরই তাঁকে লালবাজারের গোয়েন্দাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে ওই দায়িত্বে পাঠানো হয়েছিল। অন্য দিকে, এত দিন যিনি ব্যারাকপুরের সিপি ছিলেন, সেই অজয় ঠাকুরকে এ বার পাঠানো হল ডিআইজি (সিআইডি) করে।গত বছর আরজি করের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হতে না-হতেই কসবায় গুলি করে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত। ওই ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কসবার ঘটনার জন্য গোয়েন্দা ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে, তার পরেই গোয়েন্দাপ্রধানের পদ থেকে মুরলীধরকে সরানো হয়েছিল। যদিও নবান্ন সূত্রের খবর ছিল, সেটি রুটিন বদলি।২০১৯ সালের মে-জুন মাস থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ব্যারাকপুরের সিপি পদে এই নিয়ে সাত বার বদল হল। সুনীল চৌধুরী, তন্ময় রায়চৌধুরী, মনোজ বর্মা, অজয় ঠাকুর, অলোক রাজোরিয়ার পর আবার অজয় সিপি হন। এ বার ওই পদে এলেন মুরলীধর। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে থেকে যে রক্তঝরা পরিস্থিতি এবং প্রাণহানি শুরু হয়েছিল ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে, তা অব্যাহত ছিল ভোটের পরেও। ভোট মেটার পরেই ব্যারাকপুরের

সিপি পদ থেকে সুনীলকে সরিয়ে তন্ময়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার আগে তন্ময়ের অভিজ্ঞতা ছিল হুগলি শিল্পাঞ্চলে দুষ্কৃতী দমনের। কিন্তু পুলিশ মহলের একাংশের বক্তব্য, তন্ময় ব্যারাকপুরকে 'সোজা' করতে পারেননি! অচিরে তাঁকেও সরে যেতে হয়। এর পর জঙ্গলমহল এবং দার্জিলিঙের উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আসা মনোজকে ব্যারাকপুর 'ঠান্ডা' করতে পাঠিয়েছিল নবান্ন। এই মনোজকেই আরজি কর-পরবর্তী পর্বে কলকাতার সিপি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুলিশ মহলের একাংশের মত, ব্যারাকপুরের সিপি হিসাবে একমাত্র মনোজই খানিক সাফল্য পেয়েছিলেন। ব্যারাকপুর খানিক 'ঠান্ডা' হয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালে মনোজকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্যারাকপুরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন অজয়। অজয়ের পর অলোক। চলতি বছরের শুরুতে নৈহাটিতে এক তৃণমূলকর্মী খুনের ঘটনা ঘটে। তা নিয়ে বিতর্কের আবহে অলোককে সরিয়ে দেয় নবান্ন। আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল অজয়কে।

কিন্তু চার মাসের মধ্যেই কেন আবার সিপি পদে বদল, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। পুলিশ মহলের একটি অংশের দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের বিষয়টি নজরে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। অজয়কে নিয়ে বিরোধীদের নানা অভিযোগ রয়েছে। বড় অভিযোগ হল, তিনি 'শাসকদলের ঘনিষ্ঠ'। ভোটের সময় বিরোধীদের এই অভিযোগ শুনে তাঁকে সিপি পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারে নির্বাচন কমিশন। প্রশাসনের এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুরলীধরের ভাবমূর্তি 'স্বচ্ছ'। তাঁর বিরুদ্ধে 'শাসক-ঘনিষ্ঠ' হওয়ার অভিযোগ সেই ভাবে তোলেন না বিরোধীরা।

কিন্তু মুরলীধরকেই কেন? পুলিশের একটি অংশের দাবি, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানের পদে দীর্ঘ দিন থাকার পর নবান্ন প্রাথমিক ভাবে ভেবেছিল, তাঁকে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার পদে বসাতে। কিন্তু আইপিএসদের শিবির সংক্রান্ত কিছু বিষয়ের কারণে সেই সময়ে মুরলীধরকে হাওড়ার সিপি করা হয়নি। আরজি কর-পরবর্তী সময়ে মুরলীধরও 'তুলনামূলক হালকা দায়িত্ব' চাইছিলেন। সেই কারণে তাঁকে মাস সাতেকের জন্য ব্যারাকপুরের ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল। এ বার তাঁকে 'গুরুদায়িত্ব' দেওয়া হল। তা হল— 'বাঁকা' ব্যারাকপুরকে 'সোজা' করা।

যদিও কোনও দাবিরই আনুষ্ঠানিক সমর্থন মেলেনি পুলিশের পক্ষ থেকে। এটিকে রুটিন বদলি বলেই জানিয়েছে রাজ্য পুলিশের সূত্র।

প্রসঙ্গত, গত বছর আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে যখন গোটা রাজ্য তোলপাড়, সেই সময়ে লালবাজারের গোয়েন্দাপ্রধানের পদে ছিলেন মুরলীধর। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্তভার প্রথমে কলকাতা পুলিশের হাতে ছিল। পুলিশি তদন্তের শুরু থেকে ঘটনা পরম্পরা এবং তদন্তের খুঁটিনাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মুরলীধর। আরজি করের অকুস্থলেও একাধিক বার গিয়েছিলেন তিনি। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে তাঁদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। ওই ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যেও কথা বলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এমনকি, ধর্ষক এবং খুনি এক জনই— কলকাতা পুলিশের যে সব কর্তারা এই দাবি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেই মুরলীধর অন্যতম। লালবাজারের ওই দাবি মানতে রাজি ছিলেন না আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা।

পরে আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই-তদন্তে আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে এক জনের নামই উঠে আসে। এতে মুরলীধরের দাবি আরও মান্যতা পায়। তবে আন্দোলনকারীরা তৎকালীন পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকের অপসারণ চাইলেও কখনও মুরলীধরের অপসারণের দাবি তোলেননি।

সিনেমার খবর

আসছে অজয় দেবগনের ‘দৃশ্যম থ্রি’

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০১৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল বলিউড সিনেমা ‘দৃশ্যম’। অজয় দেবগন ও তাব্বু অভিনীত সেই থ্রিলার গল্প দর্শককে চমকে দিয়েছিল। এর সাত বছর পর মুক্তি পায় সিকুয়েল ‘দৃশ্যম টু’। রহস্যঘন গল্প, টানটান চিত্রনাট্য আর অজয়ের অভিনয়ে দ্বিতীয় পর্বও রেকর্ড গড়েছিল বক্স অফিসে। মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই ১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে যায় ছবির আয়।

‘দৃশ্যম টু’-এর সাফল্যের পর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের আভাস দিয়েছিলেন অজয় দেবগন। এবার সেই ইঙ্গিত বাস্তব হতে চলেছে। আসছে ‘দৃশ্যম থ্রি’, আর সেই খবর অফিসিয়ালি জানিয়ে দিল প্যানোরমা স্টুডিও। ২৯ মে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জকে পাঠানো এক চিঠিতে প্যানোরমা স্টুডিও ঘোষণা জানিয়েছে, ‘দৃশ্যম থ্রি’-এর জন্য ডিজিটাল ১৮ মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে চলেছে তারা।

ছবিটি পরিচালনা করছেন অভিষেক পাঠক। ‘দৃশ্যম টু’-ও পরিচালনা করেছিলেন তিনি। আর কেন্দ্রিয় চরিত্রে থাকছেন অজয়, আবারও বিজয় সালগাঁওকরের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে। সিনেপ্রেমীরা আশাবাদী, ‘দৃশ্যম থ্রি’-ও আগের দুই কিস্তির মতোই দর্শকদের নতুন করে চমকে দেবে। তবে আগের গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই নতুন অধ্যায়ে এগিয়ে যাবে।

পুত্র সন্তানের বাবা হলেন পরমব্রত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছে কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। রবিবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তার স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী। মা ও নবজাতক দুজনেই সুস্থ রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন পরমব্রত।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরম-পিয়া দম্পতির এই খুশির খবরে ভক্ত ও সহকর্মীদের শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সহশিল্পী থেকে শুরু করে কাছের বন্ধুরা, সবার মুখে একটাই কথা, ‘পরম-পিয়া, তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা।’

এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে একটি আবেগঘন পোস্টে পরমব্রত জানিয়েছিলেন, তাদের সংসারে আসতে চলেছে নতুন অতিথি।

২০২৩ সালের নভেম্বরে ঘরোয়া আয়োজনে খুব কাছের মানুষদের উপস্থিতিতে আইনি বন্ধনে আবদ্ধ হন পরম ও পিয়া। প্রেম নিয়ে বহু আলোচনার পর দুজনে তখন জানিয়েছিলেন, তারা ‘ভালো বন্ধু’। বিয়ের পরও সেই বন্ধুত্ব রয়ে গেছে অটুট। আর এবার তাদের বন্ধুত্বের সেই নীড়ে যোগ হলো এক নতুন প্রাণ এবং এক টুকরো ভালোবাসা।

স্টারস নাইট-সিজন 5, অপেক্ষায় অধীর কলকাতা

মো. জহির

কলকাতা। কলকাতা আবারও স্টারস নাইট-সিজন 5 দেখার জন্য প্রস্তুত। এটি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত। শুধু 29 জুনের জন্য অপেক্ষা। সৌরভ হরিয়ানভির নেতৃত্বে হাই হোপস এন্টারটেইনমেন্ট এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করবে। সিজন 5 লাইফবোট ইন্স্যুরেন্স ক্লেম কনসালট্যান্টস সহযোগিতায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। সন্তোষ কুমার লাইফবোটের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। স্টারস নাইট তাদের সাথে যারা এগিয়ে যান এবং তাদের ছাপ ফেলেন, লাইফবোট কঠিন সময়ে পলিসিধারীদের পাশেও দাঁড়ায় এবং প্রায়শই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। এই বছরের স্টারস নাইট বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস বলিউড সেলিব্রিটি সঙ্গীতা বিজলানি এবং মহিমা চৌধুরীর উপস্থিতিতে শিল্প জুড়ে শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মানিত করার ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছে। গত বছর রাহুল রায়ের সাফল্যের পর, 2025 সালের সিজন 5 সফল ব্যক্তি, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং পরিবর্তন আনয়নকারীদের একটি দুর্দান্ত কোম্পানি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

অবসর নিলেন ম্যানইউ তারকা জনি ইভান্স

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি কোচ স্যার আলেক্স ফার্গুসনের অধীনে খেলা শেষ প্লেয়ার হিসেবে ছিলেন জনি ইভান্স। সম্প্রতি ইউনাইটেড ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন এই নর্দার্ন আইরিশ ডিফেন্ডার। এবার পেশাদার ফুটবলকেই বিদায় জানালেন তিনি।

৩৬ বছর বয়সী ইভান্সের বিদায়ে একটি যুগের শেষ ঘটল। ১৯৮৬ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব নেওয়া স্যার ফার্গুসনের অধীনে যাদের ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল, তাদের মধ্যে ইভান্সই ছিলেন শেষ সক্রিয় খেলোয়াড়। তিনি ২০০৬ সালে ইউনাইটেডের হয়ে সিনিয়র দলে অভিষেক করেন।

নিজ ক্যারিয়ারে ইভান্স খেলেছেন ৫৩৬টি ক্লাব ম্যাচ, করেছেন ২৪ গোল ও ১৬টি অ্যাসিস্ট। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের হয়ে ২০০৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত খেলেছেন ১০৭ ম্যাচ, যেখানে তার নামের পাশে রয়েছে ৬ গোল ও ৩ অ্যাসিস্ট। দেশের হয়ে শততম ম্যাচ খেলা চারজন ফুটবলারের একজন তিনি।

ইভান্স ক্লাব ক্যারিয়ারে শুরু করেছিলেন ইউনাইটেড থেকেই। প্রথম মৌসুমেই ধারে খেলেছেন বেলজিয়ামের রয়্যাল অ্যান্টওয়ার্প ও ইংল্যান্ডের সান্ডারল্যান্ডে। ২০১৫ সালে ইউনাইটেড ছেড়ে যোগ দেন ওয়েস্ট ব্রোমউইচ অ্যালবিয়নে। সেখান থেকে যান লেস্টার সিটিতে এবং ২০২৩ সালে ফিরে আসেন শৈশবের ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে।

যদিও বড় তারকা ছিলেন না, তবুও সফলতার দিক থেকে ইভান্সের ক্যারিয়ার বেশ উজ্জ্বল। ম্যানইউর হয়ে জিতেছেন ১২টি ট্রফি, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি প্রিমিয়ার লিগ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও একটি ক্লাব বিশ্বকাপ। এছাড়া সান্ডারল্যান্ডের হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নশিপ ও লেস্টারের হয়ে একটি এফএ কাপ।

ইভান্সের বিদায়ে ২০২৫ মৌসুম থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দলে আর কেউ থাকছে না, যার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ছিল স্যার ফার্গুসনের। এই বিদায় শুধু একজন ডিফেন্ডারের নয়, একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়েরও পরিসমাপ্তি।

নেশন্স লিগের ফাইনালে দর্শকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

উৎসবের আমেজে জমে উঠেছিল নেশন্স কাপ ফাইনাল। মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় টান টান উত্তেজনার ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল পর্তুগাল ও স্পেন। কিন্তু মাঠের রোমাঞ্চ ছাপিয়ে এক করুণ দুর্ঘটনা ছায়া ফেলে পুরো আয়োজনের ওপর।

ম্যাচের শেষ মুহূর্তে মূল স্ট্যান্ডের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে পড়ে যান এক দর্শক। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান স্টেডিয়ামের স্টুয়ার্ড ও প্যারামেডিকস সদস্যরা। দীর্ঘ চেষ্টার পরও বাঁচানো যায়নি তাকে।

এক বিবৃতিতে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা জানিয়েছে, 'মিউনিখ অ্যারেনায় খেলা চলাকালীন একটি জরুরি চিকিৎসা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মেডিকেল দলের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন। এই দুঃসময় তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা।'

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলন শুরুতেই শোক প্রকাশ করেন স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। তিনি বলেন, 'এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত দর্শকের পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এ ধরনের ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জীবনে কোন জিনিসগুলো সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।'

নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়ে খেলা শেষ হয় ২-২ গোলে। টাইব্রেকারে স্পেনকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নেশন্স লিগের শিরোপা ঘরে তোলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল। ম্যাচে অসাধারণ পারফরম্যান্স ও টাইব্রেকারে নির্ভুল শটে ম্যাচসেরা হন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো মেন্ডেস।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানে ফিফা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিশ্বব্যাপী ফুটবলে বর্ণবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই আরও শক্তিশালী করতে শৃঙ্খলাবিধি কঠোর করেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ফিফার কংগ্রেসে ২১১টি সদস্য দেশ সর্বসম্মতিক্রমে এই পরিবর্তন অনুমোদন করে।

মূল পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ জরিমানার পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০ লাখ সুইস ফ্রাঁ (প্রায় ৬.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) করা এবং কঠোর শাস্তির বিধান, যেমন পয়েন্ট কেটে নেয়া বা প্রতিযোগিতা থেকে দল বহিষ্কার করা।

ফুটবল মাঠে বর্ণবাদের ঘটনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রটোকল আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। আগে রেফারিরা তিন ধাপে পদক্ষেপ নিতেন—খেলা বন্ধ করা, সাময়িক স্থগিত করা অথবা পুরোপুরি খেলা বাতিল করা।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন যেকোনো খেলোয়াড় বা দলের সদস্য সরাসরি রেফারিকে বর্ণবাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং রেফারিকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধ অব্যাহত থাকলে রেফারি খেলা থামাতে বা বাতিল করতেও পারবেন।

ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, 'বর্ণবাদ কেবল ফুটবলের সমস্যা নয়, এটি একটি অপরাধ। তাই আমরা বিভিন্ন দেশের সরকার ও জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করছি, যাতে বিশ্বের প্রতিটি দেশের ফৌজদারি আইনে বর্ণবাদবিরোধী ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা যায়।'

নতুন বিধির আওতায় ফিফা এখন কোর্ট অব আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টস (সিএএস)-এ আপিল করতে পারবে এবং কোনো সদস্য দেশ যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়, তবে ফিফা নিজেই হস্তক্ষেপ করে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR